খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 16 ❑ 04 July, 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
অলঙ্কার
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে টাকা তোলার অভিযোগ জেলা সভাধিপতির

প্রতিনিধি ঃ তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির নেতাদের বিরুদ্ধে টাকা তোলার অভিযোগ তুললেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। শনিবার বাগদার কর্মী সভায় তিনি ওই কথা বলেন। ১০ জুলাই বাগদা বিধানসভার উপনির্বাচন। সেই উপলক্ষে এদিন হেলেঞ্চার নেতাজি শতবার্ষিকী অডিটোরিয়ামে কর্মী সভার আয়োজন করা হয়েছিল তৃণমূলের পক্ষ থেকে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ এবং জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী সহ আরো অনেকে। নারায়ণ গোস্বামী সেখানে বলেন, আমার কাছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে, বাগদার কিছু আইএনটিটিইউসি নেতা অটো টোটো ম্যাজিক গাড়ি দেওয়ার নাম করে টাকা তুলেছেন। পরে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে নারায়ণ বাবু বলেন' বাগদায় ভোটে, প্রচারে এসে আইএনটিটিইউসি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়েছি। তারা আর্থিক দুর্নীতিতে যুক্ত। তাদের ৭২ ঘন্টা সময় দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে তারা সমস্যার সমাধান না করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নারায়ণ বাবুর এই মন্তব্যে প্রচারে বাড়তি অক্সিজেন পেয়েছে বিজেপি। বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, 'আমরা আগেই বলেছিলাম, তৃণমূলের সবাই চোর। নারায়ণ গোস্বামীর কথাতে তা প্রমাণ হয়ে গেল। আইএনটিটিইউসি বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি নান্টু ঘোষ অটো টোটো

তৃতীয় পাতায়...

ভোটের আগে সাঁকো পরিদর্শনে জেলা সভাধিপতি, বিতর্ক

আপনি সেতুটি করে দিন, আমরা আপনাকে এই বুথটা উপহার দেবো

প্রতিনিধি ঃ আমরাদের সবাই "চোর বলে আখ্যা দেয় ' বলে দাবি করে জেলা সভাধিপতিকে সামনে পেয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন তৃণমূল কর্মীরা। বাগদায় ভোটের আগে এলাকার সাঁকো পরিদর্শনে বেরিয়ে সোমবার দুপুরে কর্মীদের ক্ষোভের মুখে পড়েন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। উপনির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের বিভিন্ন নেতা মন্ত্রীদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শাসক দলের পক্ষ থেকে। সেইমতো এদিন বাগদা বিধানসভার বেশ কয়েকটি সাঁকো পরিদর্শনে যান অশোকনগরের বিধায়ক তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। মোট পাঁচটি সাঁকো পরিদর্শন করেন তিনি । এদিন দুপুরে সিন্দ্রানি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঘবপুর গ্রামের সেতু পরিদর্শনে এলে গ্রামের মানুষেরা একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা তার কাছে অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে রাঘবপুর গ্রামের মানুষদের পাকা সেতুর দাবি থাকলেও এখনো পর্যন্ত ভাঙা কাঠের সাঁকো গ্রামের মানুষের ভরসা। উপেন বিশ্বাস বাগদার বিধায়ক থাকাকালীন এই ব্রিজের জন্য ৩২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। সে সময়ে কাজ শুরু হয়েও বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন তারা। এক তৃণমূল কর্মী কালাচাঁদ দাস বলেন, এই সেতুটি আপনি করে দিন আমরা আপনাকে এই বুথটা উপহার দেবো। উপেন বাবু শিলান্যাস করেছিলেন। কী কারনে আজও হয়নি, আমরা জানিনা। আমরাদেরকে সবাই চোর বলে অক্ষা দেয়। যার জন্যই আমাদের ক্ষোভ।

এ ব্যাপারে জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বলেন, উপেন বিশ্বাস যখন বিধায়ক ছিলেন তখন তার বিধায়ক উন্নয়নের তহবিলের টাকা থেকে ৩২ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেন। কিন্তু সেই টাকা এই সেতু নির্মাণের তুলনায় অনেক কমছিল। সেই জন্যই কাজটা হয়নি। ওয়ার্ক অর্ডার বাতিল হয়ে গিয়েছে। সেই টাকা অন্য কোন প্রকল্পে খরচ করা হয়ে থাকতে পারে। জেলা সভাধিপতি যখন দেখতে আসেন তখন নিশ্চয়ই কিছু একটা হবে। এ বিষয়ে বিজেপি নেতা দেবদাস মন্ডল বলেন, 'বাগদায় নির্বাচন আচরণবিধি শুরু হয়েছে। জেলা সভাধিপতি নির্বাচন আচরণ বিধি না মেনে সাঁকো পরিদর্শন করেছেন। তৃণমূল নেতারা আইন মানেন না । ১৩ বছরে তৃণমূলের সাঁকো তৈরীর কথা মনে নেই। ভোটের আগে মানুষকে ভাওতা দিতে পরিদর্শন করা হলো। বাগদার মানুষই তাকে জানিয়ে দিয়েছেন, তৃণমূলের সবাই চোর।

দোকানীদের উচ্ছেদ নোটিশ রেলের

নীরেশ ভৌমিক ঃ কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন ছোট বড় শহরে হকার উচ্ছেদ শুরু হবার পর রেল দফ্তর প্ল্যাটফর্মের দোকান উচ্ছেদের নোটিশ জারি করেছে। ঘটনাটি চাঁদপাড়া রেল ষ্টেশনের ৩ নং প্ল্যাটফর্মের। দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে চাঁদপাড়া ষ্টেশনকে

অমৃত ভারত ষ্টেশনের আধুনিকিকরনের কাজ শুরু হয়েছে। দুই ও তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে চলছে ফ্লোর টাইলস্ বসানো এবং সেই সঙ্গে টানা যাত্রী শেড নির্মানের কাজ। তবে কাজ চলছে বড্ড ঢিমেতালে।

ইতি মধ্যে ১ নং প্ল্যাটফর্মের টিকিট কাউন্টারের সামনের শেড, প্রাচীন ঘরগুলি ভাঙার কাজ চলছে। প্ল্যাটফর্মেও শুরু হবে যাত্রী শেড ও নতুন আর একটি ওভার ব্রিজ তৈরির কাজ। সে কারনে প্ল্যাটফর্মের সমস্ত দোকান ঘরগুলি আগামী ১৪ জুলাই এর মধ্যে সরিয়ে নেওয়ার জন্য ছাপানো নোটিশ সমস্ত দোকান ঘর গুলিতে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের পক্ষ থেকে ১৪ তারিখের উচ্ছেদ অভিযানে কোন ক্ষয় ক্ষতি হলে তার জন্য রেল দফ্তর কোন ভাবেই দায়ি থাকবে না বলে নোটিশে বলা হয়েছে।

নোটিশ দেখে অতিশয় চিন্তিত প্ল্যাটফর্মের দোকানদারগণ। ব্যবসা না করতে পারলে, তাদের রুটি রুজি বন্ধ হয়ে যাবে। চিন্তিত শঙ্কিত দোকানিরা দলমত নির্বিশেষে গত ৩ জুলাই এক সভায় মিলিত হন। সভায় বিভিন্ন গণ সংগঠন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দেরমধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিটু রেল হকার্স ইউনিয়নের বর্ষিয়ান নেতা কৃষ্ণ চৌধুরী, প্রবীণ সিপিএম নেতা কপিল ঘোষ, তৃণমূল নেতৃত্ব উত্তম লোধ, বিজেপি নেতা প্রণব সরকার এবং তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের গাইঘাটা ব্লক সভাপতি বাপী হাজরা প্রমুখ। সকলেই এভাবে নোটিশ জারির বিরোধিতা করেন। পুর্ণবাসন ও ক্ষতিপূরনের দাবি জানান। আরোও কিছুদিন সময় দেবার দাবিও ওঠে।

দাবি দাওয়া জানিয়ে রেল আধিকারিকের নিকট স্মারকলিপি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে রেলের এই উন্নয়নমূলক কাজে তারা কেউই বিরোধী নন বলে জানান। ১নং প্ল্যাটফর্মের নীচের বস্তিও খালি করার নোটিশ জারি হয়েছে বলে জানা গেছে।

নির্দলের প্রচারে বিজেপির নাম ব্যবহার করার অভিযোগ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

প্রতিনিধি ঃ স্থানীয় প্রার্থীর দাবিতে অনড় বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা বাগদার উপনির্বাচনে নির্দল প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে। এবার সেই প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিজেপির পতাকা ব্যবহারের অভিযোগ এনে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল বনগাঁ বিজেপি। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানালেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি দেবদাস মন্ডল। তিনি বলেন, 'নির্দল প্রার্থী ও তার লোকজন বিজেপির পতাকা ব্যবহার করছে। নির্দল প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট শিশির হাওলাদার এবং নেতা মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী বিজেপির

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
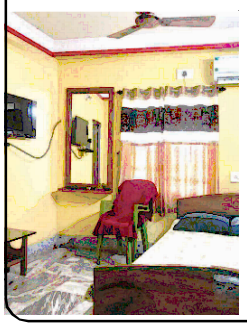
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ১৬ ❐ ০৪ জুলাই, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

ফুটপাতের কড়চা

ফুটপাত। একটা শব্দ। এই শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষের মরণ-বাঁচন, রুটি-রুজি, জীবন-জীবিকা। বর্তমান সময়ে এই শব্দটি নিয়ে উত্তাল বঙ্গীয় রাজনীতি। পায়ে হাঁটা মানুষদের নিরাপদে যাতায়াতের জন্য তৈরী হয়েছিল ফুটপাত। মরণ-বাঁচনের সমস্যাকে উপেক্ষা করে জীবন-জীবিকার তাগিদে সেই ফুটপাত আজ হকারদের (স্থায়ী- অস্থায়ী) দখলে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মহানগর থেকে শুরু করে মফস্বল শহরের ফুটপাত খালি করতে সদা তৎপর পুলিশ প্রশাসন থেকে পৌরসভা। হঠাৎ করে পশ্চিমবঙ্গের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী ফুটপাত খালি করতে এত তৎপর কেন? মানুষের রুটি-রুজিতে কোপ মারা তো মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য নয়। তাহলে কী? ফুটপাত খালি করার বিষয়ে সুলুক সন্ধানে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে অন্য কথা। তোলাবাজী! ফুটপাতে বসার জন্য বা সেখানে টিনের ছাউনি দেওয়ার জন্য হকারদের দিতে হয়েছে আলাদা আলাদা রেট। তার উপর রোজকার তোলা তো দিতেই হয়। স্থানীয় নেতাদের রোজকার তোলা, প্রতিদিন হিসাবে ইলেকট্রিক বিল, ফুটপাতের কথিত মালিকদের মাসিক ভাড়া দেওয়ার পর উদ্বৃত্ত টাকাতে চলে হকারদের দিন গুজরান। এভাবেই লক্ষ লক্ষ মানুষের রুটি রুজির সংস্থান হয়। খাবার তুলে দিতে পারে নিজের পরিবারের মুখে। উৎসবে আনন্দে হাসি ফোটে ছেলে মেয়ের মুখে। সেই দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ কী এবার অভুক্ত থাকবে? এটাই কী মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর মূল উদ্দেশ্য, না কী অন্য কিছু? লোকসভা ভোটের সময়ে বিক্ষুব্ধ জনতা সরকারের দলের লোকের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ এনেছিল। তৃণমূল সুপ্রিমোর উদ্দেশ্য কী স্থানীয় স্তরের নেতাদের তোলাবাজি বন্ধ করে সামনের পৌরসভা নির্বাচনের পথ মসৃণ করা, না কী ফুটপাতের হকারদের উপর স্থানীয় পৌরকর বসিয়ে 'শূণ্য' রাজকোষে কিছু রসদ জোগানো, না কী ফুটপাত খালি করে হকার উচ্ছেদের নামে কিছু মানুষকে অভুক্ত রাখা! বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মানবিক। মূল উদ্দেশ্য কী, সবই জানে ভবিতব্য।

মাছের ভেড়িতে বিষ দেওয়ার অভিযোগ, কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতি

প্রতিনিধি ঃ রাতে অন্ধকারে একই মালিকের চারটি মাছের ভেড়িতে বিষ দিয়ে সব মাছ মেরে ফেলার ঘটনায় চাঞ্চল্য উঠলো বাগদা থানার ছোটবাগী এলাকায়। মাছ চাষী হোসেন সরদার বাগদা থানা দ্বারস্থ হলে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সোমবার সকালে হোসেন তার ভেড়িতে গিয়ে দেখেন, মাছ মরে জলের উপরে ভাসছে। কিছু মাছ খাবি খাচ্ছে। এরপর চার চারটি বিলে গিয়ে একই অবস্থা চোখে পড়ে। এরপর তিনি বুঝতে পারেন, তার মাছের ভেড়িতে বিষ দেওয়া হয়েছে। খবর পেয়ে ভিড় জমায় গ্রামের মানুষ। এরপর খবর দেওয়া হয় পুলিশে। হোসেন সরদার বলেন, 'আমার ভেড়ি প্রায় ৫৫ বিঘা। ২৫০ কুইন্টাল মাছ ছেড়েছিলাম। সব শেষ! সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। কেউ শত্রুতা করে বিষ দিয়ে মাছগুলিকে মেরে ফেলল। পুলিশ তদন্ত করে দেখুন।

বামুন মানুষদের কথা ও আমাদের দায়

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর

পিটুইটারির অগ্রভাগ থেকে সোমাটোট্রপস(Samatotropes) কোশ দ্বারা নিঃসৃত প্রোটিন জাতীয় হরমোন গঠিত হয়। এই হরমোনটি ১৯১টি অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি। এর কাজ শুনলে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে। আসলে প্রোটিন সংশ্লেষই হোক বা হরমোনই হোক, সব কাজই এক জাতীয়। এর সঙ্গে জিন প্রযুক্তির একটা বিরাট সম্পর্ক রয়েছে। সোমাটোট্রপিন(Somatotropin) হরমোনটি মস্তিষ্ক ছাড়া বাকি সব কলার বৃদ্ধি ঘটায়। বিশেষভাবে এই হরমোনটি কাজ করে তরুনাস্থি ও হাড়ের বৃদ্ধিতে। এই হরমোন সরাসরি বৃদ্ধি ঘটাতে পারে না দুটি কলায়। হরমোন প্রথমে যকৃতের উপর প্রভাব বিস্তার করে সোমাটোমিডিন- সি বা ইনসুলিন সাদৃশ বৃদ্ধি পোষক ফ্যাক্টর বা IGF1 নামে ৭০টি অ্যামাইনোঅ্যাসিড দিয়ে তৈরি একটি প্রোটিনের সৃষ্টি করে। আর শেষের এই উপাদানটি তরুণাস্থি ও হাড়ের বৃদ্ধি ঘটায়। হাড় এবং তরুণাস্থির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পেশী কোষের সংখ্যা ও তার আয়তন বৃদ্ধি করে পেশির বৃদ্ধি ঘটায়। কম বয়স থেকেই এই হরমোনের ক্ষরণ কম হলে দেহ আর বাড়ে না। অর্থাৎ তিন থেকে চার ফুটের বেশি হয় না। তবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বুদ্ধিমত্তার(Intelegence)। ওজন তন্ত্রের বৃদ্ধি বয়স অনুপাতে স্বাভাবিক হয়। এই বেঁটে মানুষ গুলিকেই বামন (Dwarfism) বলে। এই মানুষগুলিই হল গ্যালিভার ট্রাভেলের সেই মানুষ। যদি গ্যালিভার ট্রাভেলের মানুষগুলি যদি কল্পনাও হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয়— কোন কোন বিশেষ এলিমেন্টের অভাবে সোমাটোট্রফিন হরমোনের ১৯১ টি অ্যামাইনো অ্যাসিডের উপাদান সঠিকভাবে গঠিত হয়নি। এই হরমোনের সঠিক কার্যকারিতার অভাবে ওরা হয়ে গেছে টম বা বামন।

শুধু দেহের আকৃতিই বা কেন। প্রাণী জগতে এমন অনেক ঘটনা আছে— লার্ভা দশার যৌনাঙ্গ গঠিত হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি কেন। এবার এর উত্তরে আসা যাক। অ্যাম্বাইস্টোমা একটি নিম্ন শ্রেণীর করাটা গ্রুপের প্রাণী। এর লার্ভার নাম অ্যাক্সলেট লার্ভা। উত্তর আমেরিকায় প্রচুর অ্যাম্বাইস্টোমা পাওয়া যায়। কিন্তু একটি দেশে পূর্ণাঙ্গ পাওয়া যায় না। জননক্ষম লার্ভা পাওয়া যায়। দেশটির নাম মনে নেই। যাইহোক বিজ্ঞানীরা অ্যাক্সলেট লার্ভা চেয়ে পাঠালো সেই দেশে। গবেষণার প্রয়োজনে। ওরা বিজ্ঞানীদের দাবি মত লার্ভা পাঠিয়ে দিল। কিন্তু উত্তর আমেরিকার বিজ্ঞানীরা পেলেন পূর্ণাঙ্গ প্রাণী রূপে। যারা লার্ভা পাঠালেন তারা খুব চিন্তায় পড়লেন— তাঁদের দেশে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী কোন দিন তৈরিই হয়নি। কি করে পূর্ণাঙ্গ অ্যাম্বাইস্টোমা তৈরি সম্ভব হল! দীর্ঘ গবেষণায় বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছিলেন, লার্ভাগুলি মাস দেড়েক সমুদ্র পথে যেতে হয়েছিল। সমুদ্রের জলীয় বাষ্পে প্রচুর আয়োডিন থাকে। এই আয়োডিন থাইরক্সিনের অন্যতম উপাদান। এতদিন থাইরক্সিন এর অভাবে লার্ভা পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি। কিন্তু লার্ভা দশাতেই যৌনাঙ্গের বিকাশ ঘটেছিল। এই অবস্থাকে জীববিজ্ঞানের ভাষায় নিওটিনি (Neotene) পিডোজেনেসিস (Paedogenesis) বলে। অর্থাৎ এঁচোড়ে পক্ব (Larva sexually mature)।

চলবে...

পান্থজনের পথলিপি

দেবাশিস রায়চৌধুরী

[প্রতিনিয়ত মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে এতদিন সে শুধু মাটি দেখেছে। রাস্তায় চোখ রেখে চিনেছে অজস্র পায়ের মানচিত্র। এভাবেই পড়া হয়ে গেছে ছোটো বড় পায়ের বিচিত্র ভূগোল। তখন তার চারপাশে সবাই ব্যস্ত ছিল পদপল্লব উপাসনায়। সে নিজেও তো এই সিলেবাসের ছাত্র ছিল। পরিচিত পাঠাভ্যাসে, হেঁটমুণ্ড উর্ধপদ সে কখনও আকাশ দেখেনি। কোনও পান্থশালায় একটু জিরিয়ে নেওয়ার সময় সে পায়নি। আজ পথের প্রান্তদেশে এসে হঠাৎ তার পদস্খলন হল।

এখন চিৎপাত শুয়ে এক পান্থ দেখছে তার মাথার উপর অনন্ত আকাশ। কী অপার মহিমা তার !

এবার দু'হাত মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়াচ্ছে সটান। ছটফটিয়ে উঠছে পা। পথ ডাকছে। ডাকছে সিলেবাসের বাইরের এক অন্য জীবন। সে এখন প্রান্ত পথের পান্থ। সেই অচেনা-অজানা জীবন তাকে দেখতে হবে, ছুঁতে হবে, ঘ্রাণ নিতে হবে। তারপর লিখে রাখতে হবে পথের কথা, পান্থজনের টুকরো সংলাপ, প্রান্তবাসীর ঘর গেরস্থালীর নিত্য যাপনকথা। যা কখনও হয়ে উঠতে পারে স্বপ্নকথা, হয়তো বা কল্পকথা।]

মানসম্মান

গত সপ্তাহের পর

তখন তার মাথার লম্বা চুল চুড়ো করে বাঁধা। বাঁ হাতে ত্রিশূল, ডান হাতে ডুমরু, পরনে বাঘছাল প্রিন্টেড লুঙি। খালি গায়ে,মুখে সাদা পাউডার মাখা, কপালে কেউ ত্রিনয়ন এঁকে দিয়েছে। বিসর্জনের শোভাযাত্রার সামনে বিষ্টু যখন ঈশ্বরীয় দেমাকে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় হেঁটে যায়, তখন চেনাজানা কেউ ডাকলেও উত্তর দেয় না বা কারও দিকে তাকায় না। তখন সে অন্য মানুষ।

আর একটা কারণেও বিষ্টুকে শহরের সবাই চেনে। কারও বাড়ি কোনও বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পুজো ইত্যাদি থাকলে সে ঠিক খবর জোগাড় করে সেই বাড়িতে চলে যায়। কথায় কথায় বাড়ির কর্তার কাছে অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ জেনে নেয়। তারপর বলে, "আমার নেমন্তন্ন করছো তো? " স্বাভাবিকভাবেই বেশিরভাগ গৃহকর্তাই বলেন, "অবশ্যই। তুই সেদিন সময় মত চলে আসবি। খাওয়া-দাওয়া করে তবে যাবি।" ব্যাস, বিষ্টুর আনন্দ দেওখ কে! এবার সে চেনাজানা সবাইকে খবর দিতে থাকে, "জানো, ডাক্তারের ছেলের বিয়ের বৌভাতে আমার নেমন্তন্ন হয়েছে, তোমাদের আছে নাকি?"

এইভাবে নেমন্তন্ন আদায় করে নেওয়ার তার সহজাত সরলতা এবং দক্ষতা আছে। ব্যতিক্রম হল একবার বিষ্টুদের পাড়াতে এক ব্যাংক ম্যানেজারের মেয়ের বিয়ে। ভদ্রলোক খুবই সদালাপী মানুষ। ব্যাংক ম্যানেজার হওয়ার সুবাদে শহরের অনেক বিশিষ্ট মানুষের সঙ্গেও তার জানাশোনা। সেই সুবাদেই পান্থর বন্ধুদের সকলের নিমন্ত্রণ। পান্থর সঙ্গে বিষ্টুর দেখা হল মোহনবাগানের খবর দিল, কিন্তু নিমন্ত্রণের ব্যাপারে কিছু বলল নাঙ্ক ব্যাপারটা কী! পান্থই জিজ্ঞাস করল, "কিরে, ম্যানেজারের বাড়ি নেমন্তন্ন হয়েছে তো? এবার কিন্তু কুড়িটা রসগোল্লা খেতে হবে।" প্রশ্নের উত্তরে কেমন একটা ভঙ্গিমায় বিষ্টু, "রাখো তোমার নেমন্তন্ন", বলে চলে গেল।

বিয়ের দু তিন দিন আগে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে পাখন্র দেখা। তিনি বললেন, "বিষ্টুর সঙ্গে পাড়ায় দেখা হচ্ছে না। ওকে বলবেন, আমার মেয়ের বিয়েতে ওর নেমন্তন্ন আছে। ওই দিন সন্ধ্যায় যেন আমার ওখানে চলে যায়। খাওয়া দাওয়া করে আসে।"

বিয়ের দিন সকালে পান্থর সঙ্গে বিষ্টুর দেখা হয়ে গেল। ত্রস জিজ্ঞাসা করল, "কি রে সন্ধ্যাবেলায় যাবি তোক্স ম্যানেজার তোকে বলেছেন নিশ্চয়ই। আমাকেও বলেছেন, তোকে খবর দিতে তুই যেন অবশ্য করে যাস।" এবারও কোনও উত্তর দিল না বিষ্টু।

পান্থদের গ্রুপে কুড়ি জন মেম্বার হলে কী হবে, কেউই একশো টাকার বেশি দিতে রাজি হল না। উপহার কেনার দায়িত্ব পড়ল পান্থ এবং আরো তিন জনের উপর। সন্ধ্যায় দোকানে কেনাকাটা করার সময় দরদাম করে একশো টাকা বেঁচে গেল। পান্থ প্রস্তাব দিল, ওই টাকাটা দিয়ে কিছু ফুল কিনে সবাইকে পরে জানিয়ে দিলে হবে। রন্টু বলল, "ধুর ছাড় তো। সবাইতো টাকা দিয়ে খালাস কিনতে কেউ এল না। এই যে আমরা কষ্ট করে কিনতে এলাম এর একটা মজুরি নেই? এই টাকায় সিগারেট কেনা হবে।", বলে টাকাটা পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। পান্থ নিজে সিগারেট খায় না। এই সিগারেটের ভাগ সবাই পাবে কিনা তাও জানে না। সে আর কথা বাড়াল না, কারণ রাস্তার ওপারে বিষ্টুকে দেখতে পেল।

সে রাস্তা পার হয়ে বিষ্টুকে গিয়ে বলল, "যা বাড়ি থেকে ভালো জামা কাপড় পক্ষেক্ষ আয়, আমাদের কেনাকাটা হয়ে গেল। নেমতন্ন খেতে যাবি তো? আমাদের সঙ্গেই চল।"

এবার বিষ্টুও খুব গম্ভীর স্বরে বলল, "না। যাব না। কে যায় ও বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে?" ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক নয়, পান্থ খানিকটা হতচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "ত্রকন তোকে তো নেমন্তন্ন করেছে। সব জায়গায় যাস ওখানে যাবি না কেন?" উত্তরের বিষ্টু বলল, "জানো দ্দা, কিছুদিন আগে দেখলাম ম্যানেজারের বাড়ির সামনে অনেক বাঁশ পড়ছে। মনে হল প্যান্ডেল হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম --- ও দাদাবাবু, আমাদের রুম্পা দিদির কি বিয়ে? দাদাবাবু উত্তর দেওয়ার আগেই বৌদি বলল --- কিসের বিয়ে! আমাদের বাড়ি কালীপুজো, । আমি বললাম,--- পুজো কি এই শনিবার? বৌদি বলল,--- সকালবেলায় জ্বালাস না তো। যখন হবে ঠিক খবর পাবি, এখন যা। "

পান্থর কাছে ব্যাপারটা খারাপই লাগলো। তবুও বলল, আ" ঠিক আছে ম্যানেজার বাবু পরে তোকে নিশ্চয়ই বলেছেন, আমার কাছেও বলেছেন তোকে নিয়ে যেতে। এখন চল আমাদের সঙ্গেই চল।" বিষ্টু কিন্তু অনড়। সে মাথা নিচু করে বলল, "না, যাব নাঙ্ক মেয়ের বিয়ে কথাটা বললে কী ক্ষতি হত? আমাকে বলল,--- যে বিয়ে না, কালীপুজো হবে। দাদাবাবুও তো পাশে ছিল সেও তো সত্যি কথাটা বলতে পারত যে,--- নারে, কালীপুজো না, তোর রুম্পা দিদির বিয়ে। ত্রসও তো কিছু বলেনি। এখন ঢঙ করে নেমতন্ন করছে। ওরা সবাই মিথ্যে কথা বলে। মিথ্যেবাদীদের বাড়ি আমি যাই না, আমি কি ভিখারি? আমার সম্মান নেই? "

পান্থ কোন উত্তর দিতে না পেরে বাধ্য হয়ে ফিরে এল। ত্রস দেখতে পেল রন্টু এক প্যাকেট সিগারেট কিনে অন্য দুজন বন্ধুকে দুটো দিয়ে প্যাকেটটা পকেটে ঢুকিয়ে নিল। **... সমাপ্ত**

COMPUTER &
PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।

UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

স্কুল পরিদর্শনে গাইঘাটার নবাগত বিদ্যালয় পরিদর্শক

সংবাদাতা ঃ ব্লকের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অনিয়ম বেনিয়ম দূর করতে নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন শুরু করেছেন গাইঘাটার নবাগত অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রজত রঞ্জন ঘোষ। বসিরহাট চক্রের বিদ্যালয় পরিদর্শক গত ২১ জুন গাইঘাটা পূর্বচক্রের এস আই এস এর দায়িত্বভার গ্রহন করেন। শ্রী ঘোষ পূর্বতন বিদ্যালয় পরিদর্শক বিদিশা দাসের স্থলাভিষিক্ত হন। শুধু বসিরহাট ও গাইঘাটা পূর্ব চক্র নয়, গাইঘাটা চক্রেরও পরিদর্শকের দায়িত্ব পড়েছে রজত বাবুর উপর।

গাইঘাটার দুটি চক্রের দায়িত্ব নিয়ে কর্মচঞ্চল রজত রঞ্জন বাবু ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয় সমূহের পঠন পাঠন, শিক্ষক শিক্ষিকাগণের যাওয়া আসা সহ শিক্ষার পরিবেশ পরিকাঠামোকে আরও উন্নত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রী ঘোষ চক্রের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পরিদর্শনে যাচ্ছেন। পরিদর্শনে গিয়ে না পড়িয়ে ক্লাসে শিক্ষকের মোবাইল ব্যবহারের চিত্রও দেখেছেন বলে জানা গেছে। তবে নবাগত এস, আই এস এর এই তৎপরতায় শিক্ষককুল চিন্তিত হয়ে পড়েছেন বলে জানা গেছে। তবে বিদ্যালয় পরিদর্শকের এই উদ্যোগকে অভিভাবকগণ সহ এলেকার শিক্ষাদরদি শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষন সাধুবাদ জানাচ্ছেন।

তবে একই সাথে ৩টি চক্রের বিদ্যালয় পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি কতটা সাফল্য লাভ করতে পারবেন, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যাচ্ছে।

নকসার আলো ও নাটকের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সঞ্জিত সাহা ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল নকসা ৫ দিনের এক নাট্য কর্মশালার আয়োজন করে। গোবরডাঙার নকসা পরিচালিম সংস্কৃতি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২০ জন

শিক্ষার্থী অংশ গ্রহন করেন। থিয়েটারের অসাধারণ পাঠ শীর্ষক নাট্য কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন নকসার কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব আশিস দাস, কর্মশালায় অংশ গ্রহনকারী ছোট বড় শিক্ষার্থীদের মধ্যে কর্মশালাকে ঘিরে বেশ উৎ সাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। কর্মশালার শেষ দিনে কর্মশালায় অংশ গ্রহনকারী সকল প্রশিক্ষানার্থীগণের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

নকসার প্রানপুরুষ আশিস দাস এক সাক্ষ্যাৎকারে জানালেন, ২৪ ও ২৫ জুন সংস্কৃতি কেন্দ্রেই 'মঞ্চ আলোর ভাষা' শীর্ষক আর একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা নাট্য জগতের প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্ব সুব্রত মজুমদার।

গত ২৭-৩০ জুন নকসার আয়োজনে সংস্কৃতি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় সুজুকি মেথড অফ অ্যাকিটং। জাপান থেকে প্রশিক্ষন নিয়ে আসা সংস্থার অন্যতম প্রশিক্ষিকা ভূমিসুতা দাস তিন দিনের আয়োজিত কর্মশালায় প্রশিক্ষন প্রদান করেন। কর্মশালার শেষ দিনে শংসাপত্র হাতে পেয়ে অতিশয় খুশি সকল প্রশিক্ষনার্থীগণ।

নক্সার পরিচালক আশিস দাস আরোও জানান, আগামী ১৪ জুলাই সংস্কৃতি কেন্দ্রে রাজধানী দিল্লীর যাপন চিত্র প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাহিনী অবলম্বনে 'মহামায়া' নাটকটি মঞ্চস্থ হবে।

থিয়েট্রিক্সে স্কুল ভিত্তিক নাট্যকর্মশালা

নীরেশ ভৌমিক ঃ আমডাঙা ব্লকের সাধনপুর উলুডাঙা তুলসীরাম হাই স্কুলে কর্মশালাকে ঘিরে এদিন বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

১০ দিনের এক নাট্য ও মূকাভিনয় এর কর্মশালার আয়োজন করে ঠাকুরনগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন থিয়েট্রিক্স। গত ৩ জুলাই বিদ্যালয়ের হল ঘরে প্রদীপ প্রজ্জ্বোলন করে আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের সংস্কৃতিপ্রেমী প্রধান শিক্ষক সমীর জানা, ছিলেন রাজ্যের আদিবাসী কল্যান দফ্তরের আধিকারিক ড. অরূপ মজুমদার, শিক্ষক অমিতাভ চক্রবর্তী, সম্রাট মৈত্র প্রমুখ।

থিয়েট্রিক্সের কর্ণধার বিশিষ্ট মূকাভিনেতা জগদীশ ঘরামী উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সংস্থার সদস্যগণ প্রধান শিক্ষক শ্রীজনান সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ লেখাপড়ার সাথে সাথে সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চায় মনোনিবেশ করার ব্যাপারে সমবেত শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানান। এদিন বিশিষ্ট মূকাভিনেতা জগদীশ বাবু ছাড়াও প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রখ্যাত নাট্যাভিনেতা তন্ময় সরকার, স্নেহাশ্রী বক্সী ও কমল দে। নাটক ও মূকাভিনয়ের কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী শিক্ষার্থীগনের মধ্যে দিনের আয়োজিত কর্মশালায় প্রশিক্ষন প্রদান করেন। কর্মশালার শেষ দিনে শংসাপত্র হাতে পেয়ে অতিশয় খুশি সকল প্রশিক্ষনার্থীগণ।

নক্সার পরিচালক আশিস দাস আরোও জানান, আগামী ১৪ জুলাই সংস্কৃতি কেন্দ্রে রাজধানী দিল্লীর যাপন চিত্র প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাহিনী অবলম্বনে 'মহামায়া' নাটকটি মঞ্চস্থ হবে।

টাকা তোলার অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

দেওয়ার নাম করে অনেক দিন ধরেই টাকা তুলছে। আইএনটিটিইউসির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি নারায়ণ ঘোষ বলেন, গোটা বিষয়ের তদন্ত হওয়া উচিত।

এ দিনের বৈঠকে জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বিতর্কিত মন্তব্য করে বলেন, যেসব বুথে তৃণমূল প্রার্থী পরাজিত হবে, সেখানে উন্নয়ন হবে না। এ বিষয়ে পরে নারায়ণ গোস্বামী বলেন, 'শনিবার দলের বুথ স্তরের কর্মীদের নিয়ে সভা ছিল। কর্মীরা যাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করেন, যাতে তাদের মধ্যে গাফিলতি না আসে, সে কারণেই নেতৃত্বের পক্ষ থেকে তাদের চাপে রাখতে এই কথা বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সকলের জন্যই উন্নয়ন করেন। এ বিষয়ে দেবদাস বাবু বলেন, বাগদার সবকটি বুথেই তৃণমূল হারবে।

নির্দলের প্রচারে বিজেপির নাম

প্রথম পাতার পর

কেউ নয়, তৃণমূলের এজেন্ট। তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে। মানুষকে বিজেপির কথা বলে বিভ্রান্ত করছে। আমাদের প্রার্থী বিনয় কুমার বিশ্বাস। মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী, শিশির হাওলাদার এর কোন পদ নেই। থাকলে দল থেকে বহিষ্কার করা হত। ওরা আমাদের দলের কেউ নয়।

পাশাপাশি দেবদাস বাবু বাগদা থানার পুলিশসহ ওসির বিরুদ্ধে বিজেপি কর্মীদের ভয় দেখানোর অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, সিভিকদের দিয়ে ফোন করিয়ে আমাদের কর্মীদের ভয় দেখানো হচ্ছে যাতে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে। আর যা হচ্ছে, তা বড়বাবুর নেতৃত্বেই হচ্ছে। আমরা নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হচ্ছি।

বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, শিশির হাওলাদার ও মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী বিজেপির উদ্বাস্তু সেলের পদে রয়েছেন। এ বিষয়ে তারা কোন মন্তব্য করতে চাননি। নির্দল প্রার্থী সত্যজিৎ মজুমদার কোন প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি।

এ বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'ওরা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত। টাকার বিনিময় প্রার্থী করেছে, সে কারণেই নির্দল দাঁড়িয়েছে। ওদের কেউ যদি তৃণমূলের হয়ে দালালি করে সেটা ওদের ব্যর্থতা। ওরা হারবে। তাই এখন এসব বলে আগে থেকে ড্যামেজ কন্ট্রোল করছে।

জমি ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ

চতুর্থপাতার পর...

প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি নাগরিকত্ব নিয়ে বিজেপি সরকারকে কটাক্ষ করেন। তার কথায়, নাগরিকত্ব শংসাপত্র কী বড় মেডেল! এটা কী সোনা ও রুপো দিয়ে মোড়া! যারা ভোট দেন, তারা ভারতবর্ষের নাগরিক। তাদেরকে ডেকে বলছেন নাগরিকত্ব দেব। এদিন সিন্দ্রাণির বাসিন্দারা চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের হাতে একটি স্মারকলিপি দিয়ে এলাকায় হাসপাতাল চালু করার দাবি করেন। দীর্ঘদিন ধরে সিন্দ্রাণির প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি বেহাল। এখানে এখন কোন রোগী ভর্তির ব্যবস্থা নেই। অস্ত্রোপাচার হয় না। বহু বছর আগে অবশ্যই এখানে রোগী ভর্তির ব্যবস্থা ছিল। এখন একজন চিকিৎসক সপ্তায় তিন চার দিন বহিঃ বিভাগে রোগী দেখেন। বিকেলের পর মানুষ অসুস্থ হলে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নতুন ভবন তৈরি হয়েও তা চালু হয়নি। গ্রামবাসীর দাবি, এখানে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল চালু করতে হবে।

নাগরিকত্ব নিয়ে চন্দ্রীমা ভট্টাচার্যের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেবদাস বাবু বলেন, 'ওরা চায় না উদ্বাস্তু মানুষেরা নাগরিকত্ব পাক। হাসপাতাল চালুর দাবি নিয়ে দেবদাস বলেন, ১৩ বছরে ওরা হাসপাতাল চালু করতে পারেনি। এখন ভোটের আগে ভাওতা দিচ্ছে, সেটা সিন্দ্রাণির মানুষ বুঝে গিয়েছে। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এদিন মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর কত দিবেন। আর দেওয়ার জায়গা নেই। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাজের প্রচার করুন।

Format C-1

(for Candidate to publish in News Papers, TV)

Declaration about Criminal cases

(As per the judgement dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP(Civil) No.536 of 2011 (Public Interest foundation & Ors.Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate	**ASHOKE KUMAR HALDAR** S/o. Late Arabinda Haldar Vill:- Uttar Mandabghata, P.O:-Kumarkhola, P.S- Bagdah, Dist-North 24 Parganas, PIN-743270
Name of Political Party	Indian National Congress
Name of Election	Assembly By Election
Name of the Constituency	94-BAGDA (SC) ASSEMBLY CONSTITUENCY

ASHOKE KUMAR HALDAR (Name of the Candidate) for the above mentioned election declare for public information the following details abount my criminal antecedents:

(A) Pending Criminal Cases

Sl. No.	Name of the Court	Case No & status of case	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)	Details about cases of conviction for criminal offences	
				Name of the Court & dates of order	Description of Offence(s) & punishment imposed
01	Hon'ble A.C.J.M. Bongaon	G.R-366/18 New-89/22	U/S-341,447,325, 379,354B, 506, 34 IP.C.	NOT APPLI-CABLE	NOT APPLI-CABLE
02	Hon'ble A.C.J.M. Bongaon	G.R-2021/18 New-995/20	U/S-341,325, 354A,34 IP.C.	NOT APPLI-CABLE	NOT APPLI-CABLE

In the caseof election to Council of Statesor election to Legislative Council by MLAs, as mention the election concemed in place of nature of constituency.

B.B. SERVICE
BATTERY SOLUTIONS & REJUVENATION
Tetultala, Station Road, Rail Bazar, Bongaon, N 24 Pgs.
বনগাঁর মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যাটারি রি-জেনারেশন সেন্টার খোলা হয়েছে। এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের মাধ্যমে টোটো ব্যাটারি, ইনভার্টার ব্যাটারি, সোলার ব্যাটারি, কমার্শিয়াল ব্যাটারি, টাওয়ার ব্যাটারি এবং সমস্ত রকমের লিড অ্যাসিড যুক্ত পুরোনো ব্যাটারিকে খুবই স্বল্প মূল্যে ওয়ারেন্টি সহ নতুন জীবন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া নতুন ব্যাটারি সঠিক মূল্যে পাওয়া যায়।
এই অত্যাধুনিক মেশিন নিয়ে ব্যবসা আরম্ব করতে চাইলে যোগাযোগ করুন।
Mob. : 9733794879, 7908598264, 9332299000
ব্যাটারি টেস্টিং ফ্রি এবং ব্যাটারি লাইফ প্রসারণে 50% ছাড়

সেবার সাহিত্য সভায় কবি সম্মেলন ও গুনীজন সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৯ জুন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতি আয়োজিত মাসিক সাহিত্য সভা ও কবি সম্মেলন। জন্ম মাসে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত ৫৫ তম সাহিত্য সভার সূচনা হয়। বর্ষিয়ান সাংবাদিক সরোজ কান্তি চক্রবর্তীর পৌরোহিত্য অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত প্রবীণ সাহিত্যিক ঋতুপর্ন বিশ্বাস ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও কর্মের উপর মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবি সাহিত্যিকগণ স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান। কবিতা আবৃত্তি করেন রুমা সাহা ও পলাশ মণ্ডল, ছোট তিয়াশা ও মানালিনার কণ্ঠে আবৃত্তি কোলাজ উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। স্বাগত ভাষণে সেবা সমিতির সম্পাদক গোবিন্দ লাল মজুমদার আয়োজিত সাহিত্য সভার গুরুত্ব এবং সেই সঙ্গে সমিতির বিভিন্ন সেবামূলক কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। সমিতির এসো হাত ধরি প্রকল্পে এদিন একজন দুস্থ মহিলার হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন সম্পাদক গোবিন্দবাবু। গুনীজন সংবর্ধনায় এদিন বিশিষ্ট কবি অর্চনা দে বিশ্বাসকে মানপত্র স্মারক সহ নানান উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মানপত্র পাঠ করেন সমিতির অন্যতম সেবিকা রাখী মণ্ডল। সমিতির চাঁদপাড়া শাখার কর্মী বৃন্দের পরিচালনায় এদিনের সাহিত্য সভা বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে।

বিধান চন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যু দিন পালন কংগ্রেসের

নীরশে ভৌমিক ঃ পয়লা জুলাই স্বনামধন্য চিকিৎসক ও পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় এর জন্ম এবং মৃত্যু দিন মর্যাদা সহকারে পালন করে চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া গ্রামীন কংগ্রেস কমিটি। প্রথিতযশা চিকিৎসক বিধান চন্দ্র রায় ১৮৮২ সালে ১ জুলাই তারিখে জন্মগ্রহন করেন এবং ৮০ বৎসর বয়সে ১৯৬২ সালের ১ জুলাই তারিখেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এদিন সকালে গাইঘাটার প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এবং প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সদস্য শান্তিময় চক্রবর্তীর নেতৃত্বে চাঁদপাড়া ষ্টেশন সংলগ্ন কংগ্রেস কার্যালয়ে বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ছিলেন দলনেতা বাপী দত্ত, তপন মজুমদার, বীরেশ ভৌমিক প্রমুখ কংগ্রেস নেতা কর্মীগণ।

বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শান্তিময় বাবু প্রথিতযশা চিকিৎসক বিধান চন্দ্র রায়ের চিকিৎসক জীবন, দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর সাথে তাঁর নিকট সম্পর্ক এবং সেই সঙ্গে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে ডাঃ রায়ের অসামান্য ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরক করেন।

ঠাকুরনগরে চলন্তিকার রক্তদান শিবিরে রক্ত দিলেন ৬৭ জন

নীরেশ ভৌমিক ঃ রক্তের কোন বিকল্প নেই, মানুষের প্রয়োজনে মানুষকেই রক্ত দিতে হয়। তাই রক্ত দান, জীবন দান। রক্তদান, মহৎ দান। এই আদর্শকে সামনে রেখেই বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও গ্রীষ্মকালীন রক্তের সংকট ঘোচাতে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে গাইঘাটার অন্যতম ঠাকুরনগর চলন্তিকা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ।

গত ৩০জুন সকালে প্রতিষ্ঠান অঙ্গনে জাতীয় ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করে আয়োজিত উৎসবের সূচনা করেন প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ প্রদীপ দত্ত ও সমাজ কর্মী সাবিত্রী রানা। মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন করে ২৫ তম বার্ষিক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর। উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের জাহাজ, বন্দর ও জলপথ দফ্তরের প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। বর্ষিয়ান শিক্ষক অনুপম দে সহ বহু বিশিষ্টজন, বেডস্ এর রাজ্য সম্পাদক মহঃ সাজাহান মণ্ডল, প্রতিষ্ঠানের সহ সম্পাদক গৌর চন্দ্র বিশ্বাস ও অন্যতম সংগঠক শিক্ষক অলক মণ্ডল সকলকে স্বাগত জানান। প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্প স্তবকে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে রক্তের সংকট দূর করতে চলন্তিকার সদস্যগনের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

প্রতিষ্ঠান কক্ষে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে মোট ৬৭ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের মধ্যে ২০ জন মহিলাও ছিলেন। রক্ত সংগ্রহ করে বনগ্রাম জে. আর. ধর মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ। চলন্তিকার সদস্যগণের আন্তরিক উদ্যোগে প্রয়াত শিক্ষিকা অঞ্জলী রানী বিশ্বাসের স্মৃতিতে আয়োজিত রক্তদান উৎসব সার্থকতা লাভ করে।

সরকারি জমি ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ নারায়ণ গোস্বামীর

প্রতিনিধি ঃ তৃণমূলের যেসব নেতা বা জনপ্রতিনিধিরা সরকারি জমি দখল করে রয়েছেন তাদের একদিনের মধ্যে জমি ফিরিয়ে দেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দিলেন জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। বুধবার তিনি বাগদার একটি লজে এবং দেহালদহে কর্মীসভায় বলেন তৃণমূলের যেসব নেতাকর্মী বা জনপ্রতিনিধিরা সরকারি জমি দখল করে রয়েছেন বৃহস্পতিবারের মধ্যে সেই জমি দখল মুক্ত করতে হবে। না হলে পরশু থেকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নারায়ণ বাবু বলেন, আমার কাছে নির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ এসেছে তার ভিত্তিতেই আমি এই কথা বলেছি। নারায়ণ গোস্বামী, এই মন্তব্যের পর বাগদার তৃণমূল রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। কারণ বাগদার বিভিন্ন তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় সরকারি জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, 'নারায়ণ গোস্বামীর যদি ক্ষমতা থাকে, সবার আগে বাগদা পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। কারণ, তিনি সরকারি জমি দখল করেছেন।

এদিনই ভোটের প্রচারে বাগদার সিন্দ্রানিতে আসেন স্বাস্থ্য দপ্তরের

তৃতীয় পাতায়...

রথযাত্রা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সাদর সম্ভাষন গ্রহণ করুন

২২শে আষাঢ় ১৪৩১সন (ইং- ০৭ই জুলাই ২০২৪) রবিবার

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

১০ হাজার টাকার সোনার অলংকার কেনাকাটার উপর থাকছে আকর্ষণীয় উপহার

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্সব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**